ঢুকলি গীত
সৈকত রক্ষিত

(তখনও পর্দা ওঠেনি। দর্শকদের কানে আসছে হইচই)
-আর কখন শুরু করবে হে। হামরা কি গটা রাতটা বসেই থাকব?
-শুরু কর। আর নাই ত ইবার পাথর ফাবড়াব। শুরু কর্।

(জনতা ক্রমশ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে পর্দা তুলে দেওয়া হয়। সঞ্চালক হাসিমুখে উত্তেজিত জনতাকে সামলাতে মঞ্চে এসে হাজির হয়।)

সঞ্চালক :থাম, থাম। আর একটুকু সবুর কর। মানে ব্যাপার হঁয়েছে কি – আমাদের ওই বাঁশিয়ালাটা চা খাতে পুচকে দিল। এখনও আসার নামেই নাই – শ্লা, চা খাওয়ার আর সময় পাইল নাই। -তার হতেই একটুকু ডেরি হঁয়ে যাচ্ছে। বুঝছই ত। গাঁয়ের ব্যাপার। গোরু ডাঁঢ়াছে ত গাড়ি ডাঁঢ়াছে না। এই মাইক-আইললা বলছে তারের বান্ডিলটা খুঁজে পাচ্ছি নাইর, ত সুরপাটি বলছে হারমোনিয়ামটার রিড ভাইঙে গেল। ড্যাকরেটার বলছে ইসটেজে আর কাপড় দিতে লারব। এমনি সব কান্ড। গ্যারামের ইটাও একটা সাংস্কিতিক বঠে। অনুষ্ঠান করা মানে বিটির বিহা-র আয়োজন করা। একপুয়া রক্ত চলে যাবেক।

শ্রোতা-১: বহুত হুঁয়েছে। ইবার চুপ দেব। লেকচারবাজি শুনতে নাই আসি। হামরা গান শুননতে আইসেছি।

শ্রোতা –২ : কৎক্ষণে ঝুমের শুরু করছিস স্যাটা বল না ভাই। হামরার য্যা বসেই আছি। পাছে শিল্পী আসে নাই? তাইলে পয়সা ঘুরৎ দে। (আবার উত্তেজিত জনতার চিৎকার)

সঞ্চালক : আহ্ রাগছ ক্যানে। এখনই শুরু হবেক। একটুকু। আমাদের শিল্পী আদার মাহাত তার পাটি নিয়ে খৈনি থাকসে। বাঁশিয়ালটা আসামাত্তর শুরু ত শুরু একবারেই ইস্টাট করে দিব। তখন আর ক-ন ভাষণ নাই, লেকচারবাজি নাই।

শ্রোতা-১ : ত, কই, কর্? কথাকে চা খাতে গেছে তোদের বায়েনটা?
শ্রোতা-২ : ইসপেশেল না চালু চা খাচ্ছ?

শ্রোতা-৩ : চা খাতে গেছে ত মাইকটায় হাঁকা রে উষাকে? হাঁকা। টিকিত কিনে কি হামরা তদের আলতা-ফালতা কথা শুনব? হাঁকা শ্লা বায়েনকে। ছাতার বাঁটে ধরে টাইনে আন উয়াকে।

সঞ্চালক : হুঁ, হুঁ, আনছি। এই হাঁকছি। - (মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে, আঙ্গুল ঠুঁকে ফুঁ দিতে গিয়ে মাইকে আওয়াজ আসে না। এই সময় দর্শকাসন থেকে একজনের মন্তব্য- ফাবড়ান্ দে পচা মমাইকটাকে, ক্যালার। হেসে ওঠে বাকি সবাই।) বায়েনিভাই, আর ডেরি করা যাবেক নাই। হাওয়া গরম হছে। মৈষ দুধের চায়ের লাইগে তুমার দকানে দকানে ঘঘুরার দরকার নাই। আমরা অতিশীঘ্র ঝুমৈরের অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। তুই যেদিনেই থাকো – দকানে গাছতলে-

(একজন শ্রোতা হঠাৎ উঠে আসে। মাইক কেড়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে বলতে থাকে)

শ্রোতা-১ : বায়েন শরবতি কালিন্দী। চা যদি না পাওয়াছে ত চৈলে আইস। আর যদি চা খাওয়া হঁয়ে গেছে, দকানিকে আধুলি ফেঁকে দিয়ে দৈঁড়ে আইস। গান শুনার লাইগে ছোলো-ছকরার দল ওস্থির হঁয়ে পড়েছে। তুরন্ত আইস। অয়না-টু-থিরি বলে দৈঁড়ে আইস।

শরবতি : (দূর থেকে) আইসে গেছি। আইসে গেছি।

(শরবতি এ কথা বলামাত্র মাইকে বেজে ওঠে বাঁশি)

সঞ্চালক : তাইলে ইবার আমরা শুরু করি?

জনতা : হুঁ, হঁ। হাঁকাও আদর মাহাতর পাটিকে।

সঞ্চালক : (আনন্দে) হরি হে মাধব। সিনাব না গা ধুব। আপনাদের সামনে সঙ্গতকারদের নিয়ে হাজির হচ্ছেন – আ-দ-অ-অ-অ-র মাহাত।

(প্রচুর হাততালি পড়তে থাকে। সঞ্চালক ইশারা করতেই কর্ডলেস মাইক্রোফোন হাতে সদলবলে গান গাইতে গাইতে, নেচে, ঝলমলে পোশাকে আদর মাহাত ঢোকে – ঝিপিক ঝিপিক জলে/ চিটামাটি গলে...। গানটি চলাকালীন কয়েকজন তরুণ দর্শকাসন ছেড়ে নাচতে থাকে।

সঞ্চালক : (মাইক্রোফোন হাতে ধরে এককোনো দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, পায়ে তলা দেয়। দর্শকদের উদ্দেশ্য করে-) বাঃ, বাঃ রে পুরুইলা। এই না হলে মানভূম। - আওয়াজ দেখা ভাই/মানভুম কেইসন সুন্দর।

(জনাকয়েক নেশাগ্রস্ত তরুণের দল গানটি শেষ হবে চিৎকার করে বলতে থাকে, গান বন্ধ করলে ক্যানে হে। চলুক। গান চলাও নইলে তুমার হারমোনি-ডুগি

সব ভাইেঙ দিব। এখন এই গানেই চলুক। ঝিপিক জলে। আর কিছু হামরা শুনব নাই)

সঞ্চালক : ক্যানে শুনবে নাই? বহুত কিছু শুনবার আছে। এখন ত সবে শুরু। এখন বহুত রঙের ঝুমের শুনাবেক আমাদের শিল্পী। শ্রোতাবন্ধুরা, ড-ডিগবাজি হ-য়ে হাল্লা বন্ধ করা দয়া করে বসে পড়। চুপ মাইরে থাকো। যাতে আসরটা হামরা চ-য়ে চালাতে, পা-য়ে পারি এমন বিলাবাজারি করলে গান হবেক নাই। বাইগন বিকা হবেক। -আদরদা, ইবার শুনাও ত তোমার সেই গানটা – যেটা শুনে এই পুরুইলা জ্যালার ছ্যেলাছোকরারা মাতাঞ গেছে। পথেঘাটে-হাটে-পরবটাঁড়ে গাইছে, দেখলে গুনগুনাছে। রিংটোন বাজাছে। সে ঝুমৈরটা-
(শ্রোতাদের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে বলে, পিচকা বিলাতি...আর সঙ্গে সঙ্গে হইহই করে ওঠে জনতা। শুরু হয় গান :

চল যাবি ত বাজার শহরে
জড়া-জড়া পিচকা বিলাতি করত পড়বে নজরে
ভাইরে, বাজার শহরে...

(গানটি শুরু করতেই আর চিৎকার । এই সময় একদল যুবক লাঠি-টাঙি নিয়ে মঞ্চে মারমুখি হয়ে উঠে আসে।)

যুবক -১ : বন্ধ কর। এখনই বন্ধ কর ই-গান।
(গায়ক স্বস্তিত। সঞ্চালকের দিকে তাকায়)

সঞ্চালক : ইয়ার মানে?

যুবক -২: মানে জানববে পরে, আগে বন্ধ কর।

শ্রোতা-১ : পুরুইলার নাম ডুবাবে তুমরা? ক-ন কি মাতালেদর আসর বটে? পৈসোব আমমরা ঘরের মাঁয়াছোলা নিয়ে গান শুনতে আইসেছি। এইগ্লা গান হচ্ছে?

(মদ্যপ যুবকরাও কয়েকজন মঞ্চে উঠে আসে।)

বাপের কলা হচ্ছে? একশো বার চলবেক।
বিরোধী দল : চলতে দিব নাই।

মদ্যপদের দল : তরা কে বঠিস লাটের বাঁট?

বিরোধী : তরা কে বঠিস লাউ-খাপরা-ডিংলাচপা?

মদ্যপ : আমরা খোদ পাটির লোক বঠি। অঞ্চল পর্ধানের শাড়ুভাইয়ের দল বঠি আমরা। চিনহিস?

বিরোধী : চিনদার দরকার নাই। শাড়ুভাই হোক আর যে-ভাই হোক। ইসোব গান হামরা গাইতে দিব নাই।
(দু-দলে ধস্তাধস্তি লেগে যায়। জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি হয়। গানের অনুষ্ঠান মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা আসর ছেড়ে হইচই করে পালাতে থাকে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মঞ্চে চার যুবক। চুল এলোমেলো, ঘমক্তি দেহ। তাদের হাতে লাঠি। হাবভাব উত্তেজিত। এই যুবকরাই প্রতিবাদ করে আসর বন্ধ করে এসেছে।)

দিগাম্বর : আজ হামাদের গাঁয়ের আসর ভাইঙে দিলি। কিন্তু ইয়ার পর আদর মাহাতর পাটি যে-গাঁয়ে আসর করতে আসবেক, সেই গাঁয়েই আমাদেরকে যাতে হবেক। এই অঞ্চলের ভিৎরে কথাও উয়াদেরকে আসর করেত দিব নাই। দেখি কত বড়ো মরদ হঁয়েছে।

হীরামন : আ-র পাটির জোর দেখাছে। বলছে পর্ধানের শাড়ুভাই বটে।

শত্রুঘ্ন : ক-ন পাটি-তাটি-শাড়ুভাই আমরা মাইনব নাই।

শিবলাল : শালাদেরকে মাইরে মরাব। আদর মাহাতর দল। বেড়ে দল দেখাছে। যেমন আমাদের গানবাজনার দল ছিলই নাই। কিছুই বুঝি নাই আমরা।

হীরামন : আদর মাহাত লয়, বাঁদর মাহাত বটে। পুরুইলার মুখে চুনকালি দিছে।

দিগাম্বর : হঁ, উ যদি সত্যিকারের আমাদের জ্যালার ঐতিহ্যকে মানুইষের সামনে তুলে ধরে, সত্যিকারের গান-ঝুমৈর গাহে, তাইলে হামরা হজ্জত করতে ক্যানে যাব?

শত্রুঘ্ন : তখনকে হামরাই হাততালি দিব। বাহবা দিব। বলব, হঁ ভাই, তুঁই শিল্পী বঠিস। এক গাঁয়ে ক্যানে, দশ গাঁয়ে আসর কর। পাটি-পোলিটির মিটিং-মিঠিল, আমসভা-জামসভা বাদ দিয়ে বলব আসর কর। ছৌ-ঝুমের-নাটুয়া-জাতমঙ্গল কর।

দিগাম্বর : স্যা সব ত করবেক নাই। গানের নামে যত চুহাড়ি বিদ্যা। ইয়াকে যদি না বন্ধ করা যায়। তাইলে পুরুইলার লোকশিল্প বলে আর কিছুই থাকবেক নাই।

শিবলার : তবে ই-কাজ দু-দর্শ লোকে হবেক নাই দীগাম্ববরদাদা।

দিগাম্বর : দু-দশ লোক ক্যানে, আমরা আর লোককে নিয়ে এক হয়ে এই লড়াহাইয়ে নামব। জীবনকে বাঁচাতে গেলে আগে হামাদের গ্যারামের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবেক।

হীরামন : হঁ হামরা সব গাঁয়ের লোককে নিয়ে মিটিন করব, তাদেরকে বুঝাব। মানুইষ ত তার সংস্কৃতি দিয়ে নিজেকে চিনহে। আজ এই আদার মাহাতর দল পয়সা লুটতে আর গ্রামের জুয়ান ছোলাদের উচ্ছন্নে পাঠাতে যা করছে স্যাটা কি এই জ্যালার মানুষের পিরচয় হতে পারে?

শত্রুঘ্ন : জেলার মুখ পুড়াছে ইয়ারা। কই, আমরা ত ক-ন দিন এত খারাপ জিনিস লোককে শুনাই নাই। শুনতেও লৈজ্জা। পিচকা বিলাতি।
(কয়েকজন গ্রামবাসী যুবকের প্রবেশ। রাগত স্বরে তারা বলতে থাকে)

গ্রামবাসী ১ : ইটা কি রকম হৈল? তুমাদের ইচ্ছায় কি আমাদেরকে চলতে হবেক? ক্যানে তুমরা আসরটা আমন মাটি করে দিলে?

শিবলাল : হামাদের ঘরে মা-বহিন আছে। গাঁয়ে হামরা ক-ন বাজে জিনিস ঢুকতে দিব নাই। ইয়াতে গাঁয়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এইসোব দেখে শুনে ছোলাপুলারা কী শিখবেক?

গ্রামবাসী ২ : তুমার ছোলাকে তুমি ঘরে মাস্টার রাইলে ভালো ভালো শিক্ষা দাও। কিন্তু গাঁয়ের ব্যাপারে তুমাদের মাস্টারি আমরা মাইনে লিব নাই। মনে রাখবে।

হীরামন : মাইনে লিবে নাই মানে?

গ্রামবাসী ১ : ক্যানে মাইনব? তুমাদের গায়ের জোরে মানতে হবেক নাকি?

গ্রামবাসী ২ : কে তুমাদেরকে গাঁয়ের সংস্কৃতি রক্ষা করার ভারটা দিল? তুমরা এই চার-ছ লোক বাদে আমরা তাইলে গাঁয়ের কেউয়েই লই?

গ্রামবাসী ১ : আমাদের পছন্দ-অপছন্দের, ভালোমন্দের ক-ন দামেই নাই? তুমরাই সোব বুঝ? হামরা কিছু বুঝিয়েই নাই?

দিগাম্বর : ক্যানে বুঝবে নাই? আমরা যেটা করলি, স্যাটা কি খুবেই খারাপ কাজ করলি? বল না ভাই?

গ্রামবাসী ২ : খুবেই খারাপ। যাও খোঁজ লিবে। গাঁয়ের একটা লোকও তুমাদের এই কাজটাকে সমর্থন করছে নাই। বলছে তুমাদের দলটাকে তুমরা চালাতে পারলে নাই বলে পরের বল দেখে তুমার জ্বলন হছে। আদর মাহাতর চলতি দলটার বদনাম করে দিতেই তুমরা ই-কান্ডটা করলে। ইটা তুমাদের ষড়যন্ত্র। আগেই তুমরা যুক্তি করে রাইখেছিলে।

দিগাম্বর : (এতক্ষণ এই বৃদ্ধলোকটি চুপচাপ শুনছিল।) : শুন বাবা। মানছি, আদর মাহাতর দল যা করছে তাতে আমাদের নাংটা করে দিচ্ছে। কিন্তু এখন তো নাংটা জিনিসের, খারাপ জিনিসেরেই দাম? ক্যানে দাম? তার কারণ, বাজারে ভালো জিনিস নাই। আর আদর মাহাতর সোব কিছুই খারাপ ইটা বললে মানব নাই। তাইলে ক্যানে এত লোক উয়ার আসরে ভিড় করছে? তাইলে খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো আছে? সেই ভালোটা লিতে হবেক। শিল্পীর কাজ ত গিরস্থালি কাজ লয়। ইটা একটা যাদু। ভালো শিল্পী হতে গেলে তুমাকে ভালো যাদুকরও হতে হবেক, নাইলে তুমি মানুষকে ভুলাবে কী করে? আদর মাহাত পারছে, তার জন্যে উয়ার দল চলছে। তুমরা পার নাই তুমাদের চলল নাই।

যুবক : স্যাটা ঠিক আছে। কিন্তুক হরেরামকাকা, তুমি বলে বুঝাও – আমাদের ভুলটা কথায়? আমরা ত অপসংস্কৃতি জিনিসটাকেই বন্ধ করতে খুঁজছি। খারাপের বিরুদ্ধে প্রিতিবাদ করে মানুষকে বুঝাতে খুঁজছি।

হরেরাম : বুঝাও একশোবার বুঝাও। কিন্তুক, পরকে বুঝবার আগে নিজেকে বুঝতে হবেক। মনে রাখবে বাবারা, মারদাঙ্গা-লাঠালাঠি করে খারাপ জিনিস সৃষ্টি করে খারাপকে অচল করতে হবেক। তুমরা পারবে স্যাটা করতে?

(তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তিত দেখায়। এই সময় অন্য গ্রামবাসীরাও বৃদ্ধের সমর্থনে বলে-)
গ্রামবাসী ১ : শুধু মুখে ভালো ভালো কথা বললে ত হবেক নাই? করে দেখাতে হরেক।

গ্রামবাসী ২ : যেদিন তুমরা করে দেখাবে, সেদিন তুমাদের হরেক কথা আমরা শুনবব। আগগে করে দেখাও।

গ্রামবাসী ১ : বলা বহুত সজা। প্রতিবাদ করার নামে আমন সবাই আসর পশু করে দিতে পরে। তাতে কি বাহাদুরি? তুমরা ভালো-টা করে দেখাও তবে ত হিম্মত জানা যাবেক।

হরেরাম : হঁ, দেখাও যে তুমরাও করতে পার। তুমাদের নাচগানের দল ত একটা ছিল?

দিগাম্বর : হঁ, আমাদেরও একটা দল ছিল। কিন্তুক কি বলব, হরেরামকাকা। হিংসা-বিদ্বেষ আর দলাদলি করেই স্যাটা শেষ হঁয়ে গেল।

গ্রামবাসী ২ : তাইলে? নিজের ঘরের বিবাদকে বন্ধ করতে পারছ নাই, আর পরের দলকে বন্ধ করতে ডাংলাঠি করেত যাচ্ছে? আগে নিজেকে দেখ যে তুমরা কি করছ। ক্ষমতা থাকে, ত করে দেখাও। তবে বুঝব মরদ ব-ঠ। পারবে?

হরেরাম : ক্যানে পারবেক নাই? দলের তুমিও একটা নাম করা শিল্পী ছিলে। শিল্পীর কাজ ভুলে তুমি ডাং ধরতে যাবে ক্যানে? নাচনির জীবনকে নিয়ে অমন ঝুমের আজতক্ক কেউ লেখতে পাইরেছে? এমন মরদ কেউ নাই। কিন্তু তুমি ত লেখেছিলে? নিজেকে ক্যানে এমন কের শেষ করছ। শিল্পীর ভিতরে আগুন থাকে তাকে জাগাও। তুমার দলের সবাইকে ফের এক জায়গায় জড়ো কর, আর নতুন করে দলটাকে গড়। ক-ন হিংসা – বিবাদ – পাটিপুটি নাই।গ্রামের সংস্কৃতির কথা চিন্তা করে সবাই একসঙ্গে কাজ করে দেখাও। যদি ভালো কাজ করতে পার, তাই লোক তুমাদের আসরেই আসবেক। আদর মাহতর কাছকে যাবেক নাই।

গ্রামবাসী ১ : দেখাও য্যা লৌতনড়ির আদর মাহাতর দল যদি পারে, তবে কাঁশিডির দিগাম্বর রজুয়াড়ের দলও পারে। পারবে দেখাতে?
(তারা এই আলোচনায় প্রাণিত হয়ে সমস্বরে বলে ওঠে: হঁ, পারব হরেরাম কাকা। হামরাও পারব।)

গ্রামবাসীরাও উল্লসিত হয়ে বল : তবে আজ থেকেই লাগাও রিহার্স্যাল। কাঁশিডিতে ঘুরে শুরু হোক গানবাজনা – লাচখেল।
(সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার মঞ্চে বেজে উঠল বাঁশি-ঢোল-হারমোনিয়াম।)

(মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যায় দিগাম্বর রাজুয়াড়ের দলের মহড়া চলছে। এখন আড্ডার মেজাজে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে, কেউ খৈনি। কেউ বাঁশি বা হারমোনিয়াম নিয়ে প্যাঁ-প্যোঁ করছে, কথার ফাঁকে ফাঁকে।)

শত্রুঘ্ন : দিগাম্বরদাদা, তুমিই ত আমাদের দরটার অস্তাদ। একনম্বর পিলিয়ার তুমি। এখন তুমি বল ন, রিহার্স্যাল হামাদের কেন হচ্ছে?

দিগাম্বর : ঠিকেই আছে। তবে আ-র দিনকতক লাগবেক, তাইলেই-

শিবলাল : দল আমাদের বামফার দল হবেক। 'ঢুকলি গীত' নিয়ে তুমাকে ক-ন চিন্তাই করতে হবেক নাই। আর এই শত্রুঘৈনা একাই যা ফিমেল পিলিয়ারের রোলটা করছে, দেখবে কেমন হাততালি পড়বেক। গাঁয়ের বউ-বিটিগুলা দেখবে তখন ইয়াকেই ঘরের বউ করতে খুঁজবেক। (সকলে হেসে ওঠে)

হীরামন : আচ্ছা, দিগাম্বরদা, রিহার্স্যাল ত হৈল। হামি বলছি কি, ইবার তুমার একটা গান শুনাতে হবেক।

দিগাম্বর : কী গান?

হীরামন : ঝুমৈর। ওই যেটার কথা হরেরামকাকা বলতেছিল।
দিগাম্বর : উ-ট ত সেই গানটা-হামি নাই জানি সখি/কথায় বৃন্দাবন গো...
শিবলাল : ওঃ, দেখ কেমন কথা। ই-সোব কথা ঝুমৈরে আজকাল কে লেখছে? হোক, হোক।

দিগাম্বর : বাবা। তার আমাকে যা ফুলাছিস। তাইলে শুনবি সেই ঝুমৈরটা?
সকলে মিলে : হঁ, হঁ। শুনাও। (দিগাম্বর গান গাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। বাকিদের সঙ্গত করতে বলে। গান চলতে থাকে। শেষে তাদের তারিফ।)
শিবলাল : আরেকটা জিনিস আমার আবাক লাগছে দিগাম্বরদাদা?
দিগম্বর : কী জিনিস?

শিবলাল : এই পালার ব্যাপারে বলছি। তুমি বলেছিল, পালা লেখতেই পারবে নাই তার দল হবেক কিসে? কিন্তুক এখন যে পালাটা তুমি লেখে দেখালে, তাথেই হামাদের মন চাঙ্গা হঁয়ে গেছে। এখন সত্যিয়েই মনে হচ্ছে, হঁ, আমরা একটা জিনিস করে দেখাব। ঢুলকি গীতাটা তুমি যা করে দিঁয়েছে, আমি ত বলব – ইয়ার জুড়ি আশেপাশে নাই। এই এলাকার ভিৎরে নাই।

হীরমান : এলাকা কি, গটা পুরুইলা জ্যালার ভিৎরে নাই। কই, আদর মাহতর দলের কে এমন লেখক আছে, লেখে দেখাক না এমনি একটা ঢুলকি গীত। আমি ত বলব, ইয়ার আইডিয়াটারেই দাম। তুমি যে-জিনিসটা দেখালে ইটা একটা নতুন জিনিস। ঝুমৈর, ছৌলাচ, ডাঁইড় লাচ ত গাঁয়ের মানুইষ যুগ যুগ ধরে দেখছে, শুনছে। কিন্তুক ঢুলকি গীতটা একবারেই অন্য মেকারের জিনিস।

শত্রুঘ্ন : হঁ, ইটা যে কী জিনিস না দেখলে মানুইষ বুঝবেক নাই। বল তুমি?

দিগাম্বর : আমি নিজে লেখে নিজে আর কী বলব? লোকে বিচার করবেক। আগে দেখুক। তবে হঁ, ঢের দিন ল্যা আমার মাথায় একটা ভাবনা খেলতেছিল। মনে হতেছিল, মানভূমের এই যে সোব আঙ্গিকগুলা আছে, -এই ছৌলাচ-তৌলাচ হেরিফেরি – তার বাদে আমাকে একটা নতুন আঙ্গিকের কিছু করে দেখাতে হবেক। এখন লোক দেখুক, তবে ত বুঝতে পারব, মানুষের কেমন লাগছে না লাগছে। আসল পরীক্ষাটা ত তখনেই হবেক।

শিবলাল : পরীক্ষা হঁয়ে গেছে। আমাদের এই যে দু-মাস ল্যা রিহার্স্যাল চলছে, তাতেই ডি-ডিহাতে খোবোর ছৈড়ায় গেছে। এখনই বহুত লোক বলাবলি করছে দিগাম্বরের দল বাজারে আসছে একটা আশ্চর্য জিনিস নিয়ে।

হীরামন : আ-র শুনবে? আদর মাহাতও এখন আর বেহেল্লিক জিনিস গাইতে খুঁজছে নাই। যতই হোক, শিল্পী ত বটে? উ খোবর পাঁইয়ে গেছে যে আমাদের দলটা আজ হোক কি কাল দিগাম্বর : ইয়াতে ডরের কি আছে?

শত্রুঘ্ন : জানে যে দলে তুমি আছো। তুমি লেখক, তুমিয়েই অস্তাদ। তার তাতেই ডর। শুনছি উ নাকি বলছে আমিও দলটাকে জুত করব।

হীরামন : হঁ, হঁ, বলছে পৈসা কামাবার লাইগে ক-ন আজেবাজে জিনিস আর গাইবেক নাই।

শিবলাল : তাইলে একটা কাজ করলে হয় নই, হ্যাঁ দিগাম্বরদা? আমি বলছি, আমাদের দলটা ত এখন ভালোই হঁয়েছে। রিহার্স্যাল্য ভালোই হছে। ত, আমাদের পর্থম শো-টাতেই যদি একটা কমপিটিস্যান করে দিই, আমাদের এই এই গাঁয়েই?

দিগাম্বর : কমপিটিস্যান ? আদর মাহাতর দলের সঙ্গে ?

সকলে মিল : হঁ, হঁ। দারুণ হবেক। আদর মাহাতর ঝুমৈর বনাম দিগাম্বর রাজুয়াড়ের ঢুলকি গীতা। বজড়া-বজড়ি। দেখি কার শিংয়ে কত তাকত আছে। যদি না আমরা আদরের দলটাকে নতুন ডিয়ের ঘরভিৎরে ঢুকাতে পারি, ত এই দলটাই ছাইড়ে দিব।

দিগাম্বর : তরা ভুল করছিস। আমাদের ত উটা কাজ লয়। আমরা কখনোই চাইব নাই উয়ার দলটা বসে যাক। আমরা চাইব, উ ভালো কাজ করুক। দল বসে যাওয়াটা আমাদের কাম্য লয়। মনে রাখবি, যখনই সাংস্কৃতিক কাজকর্ম বন্ধ হঁয়ে যায়, তখন রাজনীতি আমাদেরকে গিলে খাবেক। ছাকরাপটিকে বলবেক, আর ঝান্ডা ধর। তুই ঝান্ডা ধরে ন্যাতাকে জিতাবি, আর ন্যাতা দেশের ভান্ডার লুটে ঘরে সাত রাজার ধন করবেক।

শত্রুঘ্ন : না, উ লাইনে যাওয়া চলবেক নাই। আমরা কুলি হঁয়ে লোকের বাক্স বইব, তা-ও ক-ন পাটির ঝান্ডা ধরব নাই। হামরা শিল্পী মানুইষ শিল্প নিয়ে থাকব। জেলার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবেক।

হীরামন : কমপিটিহ্যান করবে ত ভালেই হবেক। দু-পাটির কাজ যাচাই হবেক। মানুইষও ভালো কাজ দেখে খুশি হবেক। বল বঠে কি নাই?

দিগাম্বর : বঠে। কিন্তুক কমপুটিস্যানটা করবেক কে? তার খরচ আছে।

শিবলাল : করাবেক আমাদের ষোলো আনা। টিকিত করে তার খরচাপাতির টাকা তুলা হবেক। আমি তুমাকে বলছি, দমে টিকিত বিকাবেক। সবই এখন অধীর আগ্রহ নিয়ে আছে কখন আমাদের দলটা আসরে নামবেক।

দিগাম্বর : ঠিক আছে, তোদের এত যখন আগ্রহ তখন গাঁয়ের সবাইকে বল। ষোলো আনার মিটিং ডাক। আর এই আঘন মাসের পয়লা তারিখেই।

সকলে চিৎকার করে : লাগাও কমপিটিস্যান। আদর মাহাতর ঝুমৈ-ঐ-ঐ-ঐ-ঐ-র বনাম দিগাম্বর রাজুয়াড়ের ঢুলকি গী-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ-ত।

(মঞ্চ অন্ধকার হতে হতেই শোনা যায় মাইকের ঘোষণা-বন্ধগন।। আগামী পহলা আঘন, মনঝুপড়া ইস্কুল মাঠে শুরু হতে চলেছে এক বিরাট প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুই দলের এই প্রতিযোগিতায় আংশগ্রহণ করতে চলেছেন স্বনামধন্য লোকগায়েক আদর মাহাত ও শিল্পী-পরিচালক দিগাম্বর মাহাতর দল। মানভূমের ঝুমুর বনাম এক মানভূমের আরেক আশ্চর্য পালা – ঢুলকি গীত। এই প্রতিযোকিতায় প্রথম পুরস্কার একটি জিয়ন্ত কুড়ি কেজি ওজনের খাসি ও নগত ১০১ টাকা, এবং হারা দলের সান্ত্বনা পুরস্কার তিন কেজির পোলট্রি মুরগি। আপনারা আমাদের এই প্রচার গাড়ি থেকে টিকিট সংগ্রহ করুণ। ঘোষণা শেষ হতেই প্রচন্ড হইচই। পর্দা উঠতেই সঞ্চালক বলতে থাকে-)

সঞ্চালক : মনঝুড়া ষোলো আনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আমরা শুরু করতে চলেছি। এই প্রতিযোগিতায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করছে, সেই দুটি দলের একটি আদর মাহাতর ঝুমৈর গানের দল, এবং আরেকটি দিগাম্বর কালিন্দীর ঢুকলি গীত। প্রথমেই পরিবেশন করা হচ্ছে পুরুলিয়ার ঝুমুর গান। আসছেন আদর মাহাত ও তার সম্প্রদায়। আ-দ-মা-হা-ত।

(আদর মাহাত ও তার সঙ্গতকাররা এবার বেশ মার্জিত পোশাকে মঞ্চে আসে। প্রথমে তারা প্রত্যেকে মঞ্চের মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে এবং বিনম্র ভঙ্গিতে দর্শকদেরকে হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করে। কোনো হইচই ছাড়াই।)

আদর : এই প্রতিযোগিতায় আংশগ্রহণ করেত পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি, কারণ আমার দলের সঙ্গে আজ যিনি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন, তিনি আমার থেকে ঢের বড়ো শিল্পী। কোনো অভিমানবশত এবং উপযুক্ত পরিবেশ ও শ্রোতার অভাবে কিছুদিন গানের চর্চা বন্ধ রাখলেও আবার শুরু করেছেন। আপনাদের মতো আমি তার ঢুলকি গীত শুনতে আগ্রহ নিয়ে ইখেনে আইসেছি। প্রতিযোগিতায় আজ আংশগ্রহণ করলেও আমি তার প্রতিযোগি হয়ে এই মঞ্চে উঠি নাই হ্যা হিম্মত আমার নাই। তিনি আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, এই পুরুইললা জেলার সত্যিকারের লোকগানের চর্চা করে জেলার গৌরবকে ফিরায় আনার , আমি সেই শিক্ষার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি সেই কাজ শুরু করেছি। এবং সেটা যতটা করতে পেরেছি, তার নমুনা হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আমি শুধু একটি মাত্র ঝুমৈর শুনাব। আপনারা আবাক হবেন যে সেই ঝুমৈরটিও লেখেছেন তিনি।

দিগাম্বর কালিন্দী। তিনি আমার চৈখ খুলে দিয়েছেন। আজ থেকে তিনিই আমার প্রকৃত গুরু। জঙ্গলমহলের মানুষকে প্রণাম জানিয়ে আমি শুরু করেছি। ঝুমুরটির প্রথম কলি : এক ছটাক জমিয়ে হামার এক ছটাক ধান –

এক ছটাক জমিয়ে এক ছটাক ধান –
এক শাড়ি কিনতে গেলে দশকুড়ি দাম
হামি কী করে বউকে বসন পরাব
বল বঁধু বল, কী করে রাখি পরিবারের মান
জঙ্গলমহলের জীবন মরণ সমান।।

একবেলা মাড়ে ভাতে একবেলা খাটি
একলুতি দড়ি পাকাই বাবোই ঘাস কাটি
দড়ি বিকে গামছা কানি হাটমশলা ঘরকে আনি
ছিঁড়া খাটে ছ্যেলা ঘুমায় ভোখে আনচান
জঙ্গলমহলের জীবন মরণ সমান।।

এককলি লেখতে গেলে চৈখে বহে লোর
সৈকত ভনে একজীবন না দেখি ভোর
এক বোতল মদে জুড়ায় ক্রোধ লেলিহান
এক খোঁয়াড়ে শুয়োরের সঙ্গে ঘুমায় সন্তান
জঙ্গলমহলের জীবন মরণ সমান।।

(শ্রোতারা চিৎকার করে, আরেকটা আরেকটা।)

আদর মাহাত : না-না। আপনারা এখন ঢুলকি গীত শুনুন। মন ভরে শুনুন। দেখুন কেমনভাবে পুরুলিয়াকে নির্মল হাস্যরসের সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গ সহকারে সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

(দিগাম্বর মাহাতর দলবল নিয়ে প্রবেশ। তাদের দেখে প্রচুর হাততালি)

দিগাম্বর : (হাত নেড়ে জনতাকে শান্ত করে-) আমার ক্ষমতা অতি সামান্য। তবে আজকে গানের নামে, লোকশিল্পের নামে যে জিনিস চলছে আমরা তার থেকে জেলার মানুষকে তার শিকড়ের দিকে ফিরায় নিয়ে যেতে চাই। ইট কারও একার পক্ষে সম্ভব লয়, দরকার আপনাদেরও। আমরা এই লোকশিল্পীর দলটিকে আবার

নতুন করে গড়েছি এই ভাবনায় যে, সুস্থ জীবন নিয়ে বাঁচতে হলে, নিজের সুস্থ সংস্কৃতিকে আগে বাঁচাতে হবেক।

(শুরু হয় ঢুলকি গীত। আসরটিতে গোলাকারে বসে আছে বায়েনের দল। তাদের কাছে পুরুলিয়ার আদি বাদ্যযন্ত্রসকল। গোলের মাঝখানে মূল শিল্পীযুগল। মেল-দিগাম্বর, ফিমেল-শক্রুঘ্ন। তারা নাচবে, গাইবে। সঙ্গে অভিনয়ও চলতে থাকবে। আর প্রতিটি গীতে প্রবল ফুর্তি নিয়ে ধুয়ো ধরবে মণ্ডলাকারে বসে থাকা বাজনাদাররা। এই পালায় বেশ আকর্ষণীয় করে সাজানো বাংলা ঢোলটি থাকবে যুগলের পুরুষ শিল্পীটির গলায়, অর্থাৎ দিগাম্বরের গলায়। এই পালায় মেল-ফিমেল শিল্পীরা ভাইবোনের ভূমিকায়। বোন পুরুলিয়ার একেকটি গ্রাম নিয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক গীত বলবে এবং বলার পর দাদাকে মিনতি করবে দাদা যে তাকে ওই গ্রামে বিয়ে না দেয়। এই ভাবেই চলতে থাকবে একের পর এক গীত। প্রতিটি গীতের অন্তিম লাইনটি শেষ হতেই দুড়দাড় বেজে উঠবে লোকবাদ্যগুলি। ফুর্তিতে নাচতে থাকে সকলে।-)

রাঙামেট্যায় দমে ল্যাঠা
বিচার বসায় খুড়া জ্যাঠা
সিঁদুর ঘঁষে পালাঁয় দিলে হাঁকায় জরিমানা।
থানা – পুলিশ – মকদ্দমা
লড়তে পারে জ-জনা
যার চাবুক তারেই ঘঁড়া এমনি জমানা।।
দাদা লেহোর করি – হামার ই-কথাটি রাখিঅ
রাঙামেট্যায় বিয়া না দিঅ...

(গান চলতে চলতে একসময় উল্লাসে ফেটে পরে দর্শক – শ্রোতার দল। এই সময় মঞ্চে উঠে পড়ে আদর মাহাত। দিগাম্বরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সে তাকে জড়িয়ে ধরে। কেঁদে ফেলল দিগাম্বর। দর্শকদের উল্লাস চলতেই থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।)